সর্বোচ্চ ২৮.৩°
সর্বনিম্ন ২২.০°
শিলিগুড়ি
বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৫ শতাংশ
সোমবারের পূর্বাভাস ঃ আংশিক মেঘলা আকাশ

আমার শহর
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১৬ এপ্রিল ২০১৮ তেরো

(বাঁদিক থেকে ডানদিকে পরপর) নববর্ষের সাজে এক তরুণী। বর্ষবরণের অনুষ্ঠানের শেষে মিষ্টিমুখ করছে খুদেরা। বছরের প্রথম দিনে পুণ্যার্থীদের ভিড় শহরের এক কালীমন্দিরে। পয়লা বৈশাখের ঐতিহ্য মেনে ইলিশ-পান্তা বিলি। বাঘাযতীন পার্কে নতুন বছরকে বরণ করছেন নৃত্যশিল্পীরা।
শিলিগুড়িতে মুহূর্তগুলি ক্যামেরাবন্দি করেছেন তপন দাস ও সূত্রধর

বর্ষবরণ

একদিনের বাঙালিয়ানায় মাতল শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ পয়লা বৈশাখ বাঙালির অন্যতম ঐতিহ্যবাহী উৎসবের দিন। আজও বাঙালির বাঙালিয়ানার অংশজুড়েই রয়েছে পয়লা বৈশাখ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নগর সভ্যতার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই উৎসব। তাই এদিন ষোলো আনা বাঙালিয়ানার একটা পরিপূর্ণ ছবিও ফুটে উঠল রবিবাসরীয় শিলিগুড়িতে।

১৪২৫-কে স্বাগত জানাতে রবিবার একদিনের বাঙালিয়ানা দেখা গেল শহরে। শাড়ি, পাঞ্জাবি, ইলিশ আর মিষ্টিতে এদিন মেতে ওঠেন শহরবাসী। নববর্ষ উপলক্ষ্যে কোথাও দেওয়া হয়েছে তুলির টান। কোথাও স্বচ্ছ শিলিগুড়ির বার্তা আবার কোথাও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। এদিন শহরের ভোজনরসিক বাঙালিদের খাবারের তালিকায় ছিল ইলিশ ভাপা থেকে গলদা চিংড়ি, চাটনি থেকে আমপোড়া শরবত সহ নানান সুস্বাদু সব খাবারের সম্ভার। শহরের অবাঙালি রেস্তোরাঁগুলিতেও আয়োজন করা হয়েছিল বাঙালি খাবারের। তবে শুধু খাবারেই নয়, বাংলা নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে পোশাকেও ধরা পড়েছে সাবেকিয়ানার ছোঁয়া।

এদিন সকাল থেকেই করুণাময়ী কালীমন্দির, সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়ি, আমতলা কালীমন্দির, মায়ের ইচ্ছা কালীমন্দির সহ শহরের পুরানো মন্দিরগুলির সামনে দেখা যায় ভক্তদের সমাগম। শহরের শপিংমলগুলিতেও চলে বাংলা গানের অনুষ্ঠান। নতুন বছরকে স্বাগত জানাতে বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। রবিবার বাংলার সাবেকি সংস্কৃতিকে বজায় রাখতে একটি নৃত্যগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে এদিন আয়োজন করা হয়েছিল প্রভাতী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় সিদ্ধিদাতা গণেশপুজোরও আয়োজন করা হয়। সব মিলিয়ে এদিন শহরে ছিল সাজোসাজো রব। বাংলা ক্যালেন্ডারের প্রথম দিনটিকে আরও বেশি বর্ণিল করে তুলতে এদিন অবাঙালিরাও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

এদিন মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়ির পুরোহিত জানান, উৎসবের দিনগুলিতে মন্দিরে ভিড় অনেক বেশি হয়। আজও সকাল থেকে মন্দিরে প্রচুর ভক্তদের সমাগম দেখা যায়। বৈশাখের প্রথম দিনে শুধু বাঙালিরাই নয়, অবাঙালিদের ভিড়ও ছিল যথেষ্ট নজরে পড়ার মতো।

শিলিগুড়ি হিলকার্ট রোডে একটি বাঙালি রেস্তোরাঁর শিলিগুড়ি শাখার ম্যানেজার ধরমকুমার সাহা বলেন, 'দুপুর থেকেই রেস্তোরাঁয় ভোজনরসিক মানুষদের ভিড়।' তিনি জানান, পয়লা বৈশাখ উপলক্ষ্যে রেস্তোরাঁয় কাশ্মীরি পোলাও, মটন কষা, ডাব চিংড়ির পাশাপাশি নানা রকমের মিষ্টি ও দই রয়েছে। এছাড়া শহরের অবাঙালি রেস্তোরাঁগুলিতেও বাঙালি খাবারের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

তবে এই একদিনের বাঙালিয়ানায় মেতে ওঠা বাঙালিদের কথায়, বছরের অন্য দিনগুলির থেকে বরাবরই এই দিনটি বাঙালিদের কাছে একটু আলদা। পুরো শহর আজ যেভাবে বাংলা নববর্ষে মেতে উঠেছে তা দেখে বলা যেতেই পারে, বাঙালি আজও নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছে। যদিও বছরের বাকি দিনগুলোয় তার দেখা মেলে না।

উদ্‌বোধনের আট মাস পরেও মিলছে না পরিসেবা, ক্ষুব্ধ ইসলামপুরবাসী

ইসলামপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ উদ্‌বোধনের ৮ মাস পরেও নগরজীবিকা কেন্দ্রের পরিসেবা স্বাভাবিক না হওয়ায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে ইসলামপুর শহরবাসীর মধ্যে। তাঁদের অভিযোগ, পরিকাঠামো তৈরি না করেই নগরজীবিকা কেন্দ্রটি কাজ শুরু করেছে। টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করেও পরিসেবা পাওয়া যাচ্ছে না। বরং হয়রানির শিকার হতে হচ্ছে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন নগরজীবিকা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা দুই কর্মী।

এক ফোনেই কলের মিস্ত্রি থেকে শুরু করে বিয়েবাড়ির পুরোহিত সবাইকে পাওয়া যাবে। ছুটতে হবে না কোথাও। মুশকিল আসান করতে আপনার বাড়িতে হাজির হবেন কর্মীরা– এমনই আশার বাণী শোনালেও কার্যত সেই পরিসেবা দিতে ব্যর্থ হয়েছে পুরসভা। রাজ্যের মিউনিসিপ্যাল অ্যাফেয়ার্স দপ্তরের স্টেট আরবান ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি এবং আরবান লোকাল বডির দ্বারা ওয়েস্টবেঙ্গল আরবান লাইভলিহুড মিশন এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন করছে। ইসলামপুরের নগরজীবিকা কেন্দ্রে একটি টোল ফ্রি নম্বর রয়েছে। ওই নম্বরে ফোন করলে মিস্ত্রি, কাপড় পরিষ্কারের লোক, নির্মাণ শ্রমিক, দর্জি, উলবুনুনি, ঝাড়ুদার, ইলেক্ট্রনিক মিস্ত্রি, কুরিয়ার সার্ভিস, রংয়ের

নগরজীবিকা কেন্দ্র

মিস্ত্রি, টুরিস্ট গাইড, গাড়িচালক, মোটর মেকানিক, বিউটিশিয়ান, পরিচারিকা, ফিজিয়োথেরাপিস্ট, নার্স এবং অভিজ্ঞ আয়া পাওয়ার কথা। এছাড়াও পুরোহিত, গানের শিক্ষক, সিকিউরিটি গার্ড সহ আরও পেশার পেশাদারদের খবর দেওয়ার দাবি করেছিল নগরজীবিকা কেন্দ্র। সেসব ঠিক করার কথা পুরসভার। বাসিন্দারা জানান, বর্তমানে এমন অনেক ক্ষেত্রেই বিশ্বাসী লোক পাওয়া মুশকিল। পুরসভা সেই মুশকিল অনেকটাই আসান করবে এটাই আমরা ভেবেছিলাম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ফোন করে অনেক পেশার লোকজনই পাওয়া যায় না।

গত বছরের আগস্ট মাস নাগাদ চোপড়ায় একটি সরকারি অনুষ্ঠানে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর ও কালিয়াগঞ্জ পুরসভায় নগরজীবিকা কেন্দ্র প্রকল্পের উদ্‌বোধন করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিচারিকা, গৃহশিক্ষক, নর্দমা সাফাই, কনে সাজানো, ডাক্তার, নার্স, আয়া, জঞ্জাল সাফাই– এসবের পাশাপাশি সব ধরনের মিস্ত্রি সহ একাধিক পরিসেবা মেলার কথা নগরজীবিকা কেন্দ্রে। রাজ্যের ২৮টি পুরসভায় ইতিমধ্যেই পাইলট প্রোজেক্ট হিসেবে এই প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। নগরজীবিকা কেন্দ্রের কর্মীরা জানান, তাঁদের কাছে প্রায় ৫০ জন বিভিন্ন পেশার ব্যক্তিরা নাম নথিভুক্ত করেছেন। কেউ কোনো পরিসেবার জন্য ফোন করলে তাঁরা সংশ্লিষ্ট বিষয়ক কর্মী সরবরাহ করে থাকেন। অনেক ট্রেডের লোককে চেষ্টা করেও নথিভুক্ত করাতে পারেননি তাঁরা। ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'আমরা এলাকার সাধারণ মানুষের সুবিধার কথা ভেবে ওই প্রকল্প শুরু করি। বিভিন্ন ট্রেডের কিছু লোককে নথিভুক্ত করাতেও পেরেছি। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, সাধারণ মানুষ নিজ প্রয়োজনে সরাসরি মিস্ত্রি থেকে শুরু করে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন। সেক্ষেত্রে আমাদের কিছুই করার থাকে না। তবে যাঁরা পরিসেবার জন্য টোল ফ্রি নম্বরে ফোন করেন, আমরা তাঁদের পরিসেবা দিয়ে থাকি।'

অভিভাবকের অভাবে সুর কেটেছে উন্নয়নের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ আটের দশক। শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ ক্লাব মানেই বছর শেষে জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কখনও হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কখনও মান্না দে, আবার কখনও লতা মঙ্গেশকর নাইট। গোটা শহর যেন উপচে পড়ত অনুষ্ঠান দেখতে। যাঁদের টিকিট কেটে অনুষ্ঠান দেখার ক্ষমতা

এক নজরে ১৫ নম্বর
কাউন্সিলার ঃ নেই
ভোটার সংখ্যা ঃ ৭০০০
এলাকা ঃ হাকিমপাড়া, বিবেকানন্দপল্লি, অতুলপ্রসাদ সরণি, নিগমপল্লি

থাকত না, তাঁদের কেউ বেড়া টপকে ভেতরে ঢুকতেন। আবার কেউ অনুষ্ঠান মঞ্চ সংলগ্ন এলাকার উঁচু বাড়ির ছাদে টুল বা মোড়া পেতে অনুষ্ঠান দেখতেন গভীর রাত পর্যন্ত। সেইসময় নামি শিল্পীদের নিয়ে যেসব অনুষ্ঠান হত, তার অধিকাংশই হত ক্লাব সংলগ্ন বিভিন্ন মাঠে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ওই মাঠে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দের মতো শিল্পীরা গান গেয়েছেন হাজার শ্রোতার সামনে। সেইসব দিনের কথা মনে পড়লে এখনও যেন ওয়ার্ডের পুরোনো ছবিটা ভেসে ওঠে প্রবীণ বাসিন্দাদের চোখের সামনে। বরাবরই জমজমাট এই ওয়ার্ডে বড়ো সমস্যা কোনোদিনই ছিল না। তবে ফ্ল্যাটবাড়ি সংস্কৃতি ওয়ার্ডের পুরোনো মেজাজটাই বদলে দিয়েছে, এই আক্ষেপ রয়েছে অনেকেরই।

বরাবরই উচ্চবিত্ত মানুষের বসবাস এই ওয়ার্ডে। বিশেষ করে বিধান মার্কেট, হংকং মার্কেট, হিলকার্ট রোডের অধিকাংশ ব্যবসায়ীরই বাড়ি বর্তমানে 'অভিভাবকহীন' এই ওয়ার্ডে। কেন অভিভাবকহীন এই ওয়ার্ড? শিলিগুড়ি পুরনিগমের এই ১৫ নম্বর ওয়ার্ডই একমাত্র ওয়ার্ড যেখানে দেড় বছর ধরে জনপ্রতিনিধি অর্থাৎ কাউন্সিলার নেই। ২০১৬ সালে শেষের দিকে ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অরবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পর দেড় বছরেরও বেশি সময় কেটে গিয়েছে। কিন্তু এখনও উপনির্বাচন হয়নি ওয়ার্ডে। যার ফলে একটা রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট বা কোনো পরিসেবা পেতে ওয়ার্ডের মানুষকে ছুটতে হয় বরো চেয়ারম্যানের কাছে। অথচ এমনটা হওয়ার কথা ছিল না। এলাকায় প্রায় সবার কাছে অমুদা নামে পরিচিত কাউন্সিলার অরবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পর ওয়ার্ডে মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ত পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব, শিলিগুড়ির মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে। কিন্তু ছয় মাস গড়াতেই আর তাঁদের দেখা পাচ্ছেন না ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। যার ফলে অধিকাংশ দিনই ওয়ার্ডে রাস্তার ধারে থাকা আবর্জনার ভ্যাটগুলি ঠিকমতো সাফাই হচ্ছে না। রাস্তাঘাটও বেশ ভাঙাচোরা। তবে অরবিন্দবাবুর সময়ে ওয়ার্ডের কাজকর্ম যিনি দেখতেন, তাঁর উদ্যোগে কিছু কাজ হচ্ছে, এটা ঠিক।

গতবছর এই ওয়ার্ডে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে একজনের মৃত্যু হয়েছিল। অসুস্থ হয়েছিল কয়েকশো মানুষ। তারপরেও হুঁশ ফেরেনি অনেকের। এখনও বহু নির্মীয়মাণ বহুতলে জমা জল যেমন থাকছে, তেমনই ফাঁকা জমিতে আবর্জনা জমে রয়েছে। পুরনিগমের উদ্যোগে মাঝেমধ্যে অভিযান চালানো হলেও তা নিয়মিত না হওয়ায় সমস্যা থেকে গিয়েছে সেই তিমিরেই।

ওয়ার্ডের রাজনৈতিক চেহারাটাও একটু অদ্ভুতই। বরাবরই লোকসভা, বিধানসভা ভোটে ওয়ার্ডে আগে কংগ্রেস ও পরবর্তীতে তৃণমূল কংগ্রেসের 'লিড' থাকলেও ১৯৮১ সালে সিপিআইয়ের প্রার্থী উজ্জ্বল চৌধুরি তৎকালীন শিলিগুড়ি পুরসভা ভোটে ওই ওয়ার্ড থেকে জয়ী হয়েছিলেন। টানা ১৮ বছর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার থাকার পর ১৯৯৯ সালে অরবিন্দ ঘোষ নির্বাচনে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার উজ্জ্বলবাবুকে হারিয়ে দেন। ২০০৯ সালে ওয়ার্ডটি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হওয়ায় সেখানে তৃণমূল কংগ্রেসের মৈত্রেয়ী চক্রবর্তী জয়ী হন। এরপর ২০১৫ সালে ফের নির্দল প্রার্থী হিসেবে অরবিন্দবাবু জয়ী হন। কিন্তু একবছর পরই তাঁর মৃত্যু হয়। তখন থেকেই ওয়ার্ডটি অভিভাবকহীন। ওয়ার্ডের প্রবীণ বাসিন্দা তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মধুসূদন চক্রবর্তী বলেন, 'কাউন্সিলার না থাকলেও সমস্যা তো থাকবেই। নানা সমস্যা হচ্ছে ওয়ার্ডে। সেই কারণে দ্রুত ওয়ার্ডে নির্বাচন প্রয়োজন।' মধুসূদনবাবু বলেন, 'একটা সময় কতই না অনুষ্ঠান হত ওয়ার্ডজুড়ে। এখনও ভাবি, আগে কী সুন্দর দিনগুলি কাটত। এখন কোথায় যেন এর অভাব লক্ষ্য করছি।'

অথচ প্রথম দফায় অরবিন্দবাবু যখন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ছিলেন তাঁর উদ্যোগেই শিলিগুড়িতে চালু হয়েছিল সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। ১৫ নম্বর ওয়ার্ড থেকেই তা চালু হয়েছিল। যা নিয়ে এখনও গর্ব করে এলাকার মানুষ। কিন্তু সেই ওয়ার্ডেই এখন এই পরিসেবা অনিয়মিত। বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস নেতা প্রদীপ দে। তিনি বলেন 'পরিসেবা চালু আছে, কিন্তু মাঝেমধ্যে কর্মীর অভাবে অনিয়মিত হচ্ছে।' ওয়ার্ডে কাউন্সিলার না থাকায় পরিসেবা পেতে যে সমস্যা হচ্ছে তা জানিয়েছেন ওয়ার্ডেরই প্রাক্তন কাউন্সিলার উজ্জ্বল চৌধুরি। তাঁর বক্তব্য, 'বহুদিন ধরে ওয়ার্ডে কাউন্সিলার নেই। কেন নির্বাচন হচ্ছে না, জানি না। অন্য ওয়ার্ডে যে গতিতে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে, আমাদের ওয়ার্ডে তা হচ্ছে না।'

প্রায় দেড় বছর কাউন্সিলার নেই ওয়ার্ডে। সামান্য কাজের জন্য ছুটতে হচ্ছে বরো চেয়ারম্যানের কাছে। কেমন আছে ১৫ নম্বর ওয়ার্ড?
খোঁজ নিল উত্তরবঙ্গ সংবাদ

এয়ারভিউ মোড়ে আগুন নেভাতে ব্যস্ত দমকলকর্মীরা। –সংবাদচিত্র

পূর্ত দপ্তরের গুদামে আগুন, আতঙ্ক

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ রবিবার সন্ধ্যায় আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন এলাকায়। এদিন আগুন লাগে পূর্ত দপ্তরের নর্থবেঙ্গল কনস্ট্রাকশন ডিভিশনের গুদামে। সন্ধে ৬টা নাগাদ গুদামটি থেকে প্রথমে আগুন দেখতে পান ওই এলাকায় কর্তব্যরত ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। তাঁরাই দমকলে খবর দেন। দমকলের একটি ইঞ্জিন দু-ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দীর্ঘসময় ধরে ধোঁয়া বের হতে থাকায় আশপাশ এলাকায় আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। গুদামটির পাশেই রয়েছে পানিট্যাঙ্কি ট্রাফিক গার্ড অফিস। সেখান থেকে পুলিশকর্মীদের বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। সংলগ্ন একটি হোটেল থেকেও লোকজন বেরিয়ে পড়েন। পুলিশের তরফে পাশের রাস্তাটি দিয়ে সাময়িকভাবে যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, গুদামটিতে পূর্ত দপ্তরের অব্যবহৃত জিনিস রাখা হত। তবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি।

এদিকে, এদিন দুপুরে গ্যাস সিলিন্ডার লিক করায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে উত্তর ভারতনগরে। দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছাবার আগেই অবশ্য স্থানীয়রা আগুন নিভিয়ে ফেলেন।

দ্য ভিক্টোরিয়ার মহাভোজ

শিলিগুড়ি, ১৫ এপ্রিল ঃ নববর্ষ উপলক্ষ্যে কলকাতাভিত্তিক প্রখ্যাত সংস্থা দ্য ভিক্টোরিয়া শিলিগুড়ির সেবক রোডে ক্লাব টাউনের পাশে তাদের রেস্তোরাঁয় মাত্র ৩১৯ টাকায় রাজসিক মহাভোজের আয়োজন করেছে। ওই সুযোগ ১৫ এপ্রিল থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত পাওয়া যাবে। পাতে পড়বে লুচি, আলুর দম, বেগুনভাজা, বাসমতি চালের পোলাও, সোনা মুগডাল, এঁচোড়ের ডালনা, দই কালিয়া, মাটন ডাকবাংলো, রসগোল্লা এবং শেষ পাতে মিষ্টিদই। ডিরেক্টর কুণাল গোস্বামী জানালেন, এই সংস্থা টুরিজম, ক্যাটারিং এবং ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের সঙ্গেও যুক্ত। এঁদের উল্লেখযোগ্য টুরিজম প্যাকেজটি হল দম্পতির জন্য তিন রাত পাটায়া ও দুই রাত ব্যাংকক ভ্রমণের জন্য মাত্র ৪০,৯৯৯ টাকা।

রক্তদান শিবির

ইসলামপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে রক্তের ঘাটতি মেটাতে রবিবার বেঙ্গল ব্লাড ডোনার্স অর্গানাইজেশন হাসপাতালেই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করল। সংগঠনের জেলা কোঅর্ডিনেটর শুভজিৎ চৌধুরি জানান, এদিনের শিবিরে ৩৪ জন রক্তদান করেছেন। ওই রক্ত ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

দলের বর্ষপূর্তির অনুষ্ঠানে শাসকদলকে তোপ করিমের

ইসলামপুর, ১৫ এপ্রিল ঃ 'এলাকায় বোমা-বন্দুকের রাজ কায়েম করতে চাইলে তা কোনোমতেই বরদাস্ত করব না, প্রয়োজনে রাস্তায় নামব।' শাসকদলের সমালোচনা করে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন ইসলামপুরের প্রাক্তন বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরি। রবিবার গোলঘরে তাঁর দল বাংলা বিকাশবাদী কংগ্রেসের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান হয়। এদিন তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর আগ্রাসনের সমালোচনা করে বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে রাজ্যকে বিরোধীশূন্য করতে সচেষ্ট। কিন্তু গণতন্ত্রে বিরোধী দলও সমান কার্যকর।' পঞ্চায়েত নির্বাচনের মনোনয়ন পর্বের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, এলাকায় শাসকদল মনোনয়নপত্র জমা করতেই দিল না। তারমধ্যেও যাঁরা সাহসে ভর করে মনোনয়নপত্র জমা করেছেন, তাঁদের বলপ্রয়োগ করে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। রামগঞ্জ, লক্ষ্মীপুর, কমলাগাঁ সুজালি, গোবিন্দপুর, আগডিমটিখন্তি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সন্ত্রাস চালাচ্ছে শাসকদল।' তাঁর অভিযোগ, ২০১০ সাল নাগাদ ওই এলাকায় বোমা-বন্দুকের রাজত্ব কায়েম করেছিল রাজনৈতিক মদতপুষ্ট দুষ্কৃতীরা। এখন তারা জার্সি বদল করে শাসকদলে নাম লিখিয়েছে। তারা এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে এলাকা অশান্ত করতে চক্রান্ত শুরু করেছে। তিনি জানিয়েছেন, এলাকায় অশান্তি ছড়ানোর কাজ শুরু হলে তিনি রাস্তায় নামবেন।

এদিন বাংলা বিকাশবাদী কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মেহেতাব চৌধুরি জানান, তাঁরা দল হিসাবে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছ থেকে রেজিস্ট্রেশন পেয়েছেন। কিন্তু এখনও কোনো প্রতীক পাননি। তাই এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাঁরা নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।